بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় খোদার তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসামান্য কর্মকাণ্ডের কিছু দিক তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পৃথিবীতে সমস্ত নবী-রসূল খোদার তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন এবং তাঁরা নিজেদের জাতিকে এরই শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাদের আগমনই হয়েছে মানুষের মাঝে একত্ববাদের চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)ও খোদা তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে একত্ববাদকে গ্রহণের জন্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন আর তিনি স্বয়ং এর উত্তম বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিলেন যার ফলে তাঁর জাতির লোকদের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি পড়েছিল। তাঁর (সা.) দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল, যেভাবে অন্যান্য জাতি নিজেদের নবীগদের স্থানকে সিজদাস্থল বানিয়েছে সেভাবে তাঁর উম্মতের লোকেরা যেন এতে লিপ্ত না হয়। সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে আমি মহানবী (সা.)-এর খোদা তা'লার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ইবাদতের কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি যেগুলো মূলত তাঁর একত্ববাদের প্রতি আত্মাভিমানের দিকেই পথনির্দেশ করে।

হুযূর (আই.) বলেন, পবিত্র কুরআন বিভিন্ন আঙ্গিকে বারবার একত্ববাদের শিক্ষা প্রদান করেছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ অর্থাৎ, **"আর আমরা তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছি তার প্রতি আমরা (এই বলে) ওহী করতাম, 'নিশ্চয় আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। অতএব, আমারই ইবাদত করো।"** (সূরা আল-আম্বিয়া :২৬) তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ অর্থাৎ, **"তুমি বলো, 'নিশ্চয় আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের সাথে তাঁর ইবাদত করি।"** (সূরা আয-যুমার :১২)। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا "অর্থাৎ, **"আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক কোরো না।"** (সূরা আন-নিসা :৩৭)। অন্য আরেক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ অর্থাৎ, **"আর তোমাদের উপাস্য হলেন এক-অদ্বিতীয় উপাস্য। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই— (যিনি) স্বতঃপ্রবৃত্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।"** (সূরা আল-বাকারা :১৬৪)। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের শেষভাগে বলেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ **"তুমি বলো! তিনি আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি আর তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই।"** আল্লাহ্ তা'লা এখানে সব ধরনের শিরকের অপনোদন করেছেন এবং মহানবী (সা.)-কে বলেছেন, এটি জগদ্বাসীর মাঝে ছড়িয়ে দাও। কাজেই, আমরা যারা তাঁর উম্মত আমাদের জন্যও এটি আবশ্যক, আমরা যেন তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা করি এবং নিজেদের কথা ও কর্ম দ্বারা বিশ্ববাসীকে অবগত করি যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই আমাদের উপাস্য।

এটি এমন এক শিক্ষা যা সমস্ত ধর্মের বিকৃত শিক্ষাকে বাতিল সাব্যস্ত করতে পারে আর যার মাধ্যমে মানুষ খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে আর এর সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর (সা.) প্রকৃতি এমন পবিত্র ছিল যে, একত্ববাদের ভালোবাসা

তাঁর শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত করা হয়েছিল। এখন আমি তাঁর (সা.) জীবনচরিত থেকে কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি। হযরত উম্মে আয়মান (রা.) বর্ণনা করেন, **বুওয়ানা** এমন এটি প্রতিমা ছিল যাকে কুরাইশরা অনেক সম্মান করত আর এর কাছে উপস্থিত হয়ে কুরবানী করত এবং সেখানে একদনি এতেকাফ করত। আবু তালেবও তার সম্প্রদায়ের সাথে সেখানে যেতেন আর মহানবী (সা.)-কে সাথে নিয়ে যেতে চাইতেন, কিন্তু তিনি (সা.) যেতে অস্বীকার করতেন। একবার তাকে জোর করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি প্রচণ্ড ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফেরত চলে আসেন আর বলেন, **আমি সেখানে গিয়ে এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখেছি। যখনই আমি মূর্তির কাছে যাচ্ছিলাম তখন দেখি এক সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি চিৎকার করে বলছে, হে মুহাম্মদ (সা.)! দূরে সরে যাও আর এ মূর্তিকে স্পর্শ কোরো না।** শৈশবে তিনি (সা.) যখন তাঁর চাচার সাথে সিরিয়া সফর করেছিলেন তখন **খ্রিষ্টান ধর্মযাজক বাহীরা'র** সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল, যে মহানবী (সা.)-কে মূর্তি সম্পর্কে কোনো একটি প্রশ্ন করলে; যার উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, **আমাকে লাত ও উযযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কোরো না। খোদার কসম! এ দুটির চেয়ে অধিক আমি আর কোনো কিছুকে অপছন্দ করি না।**

আরও বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন হযরত খাদিজা (রা.)-র ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন তখন তাঁর সাথে এক ব্যক্তির মতবিরোধ হয়। এক পর্যায়ে সে বলে, লাত ও উযযার কসম খাও, তাহলে আমি তোমার কথা মানব। তিনি (সা.) এদের কসম খেতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, **আমি জীবনে কখনো এই প্রতিমাদের কসম খাই নি।** হেরা পর্বত মক্কার একটি বিখ্যাত পাহাড়। তিনি (সা.) নবুয়্যত লাভের পূর্বে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে লোকালয় থেকে তিন মাইল দূরে গিয়ে নির্জন হেরা গুহায় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। সেখানেই এক দিন জীবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে আসেন এবং তাকে নবুয়্যতের দায়িত্ব প্রদান করেন। প্রথম ওহী লাভের পর থেকেই তিনি (সা.) লোকদেরকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করা শুরু করেন এবং শিরকের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রদান করতে থাকেন।

হুযূর (আই.) বলেন, পরিতাপ! বর্তমানে মুসলিম উম্মতও একত্ববাদের সেই মর্যাদাকে ভুলে বসেছে, যে ব্যাপারে মহানবী (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। প্রকৃত একত্ববাদকে ভুলে যাওয়ার কারণে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতিও সেই প্রকৃত ঈমান অবশিষ্ট নেই যা এক মুসলমানের থাকা উচিত। অতএব, মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী হিসেবে আমাদের কাজ হলো, একত্ববাদকে অনুধাবন করা এবং নিজেদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন সাধন করা। এখন ইবাদতের বিশেষ মাস রমযান চলছে। এ সময় আমাদের অধিক পরিমাণে চেষ্টা করা উচিত, দোয়া করা উচিত। তিনি (সা.) সমগ্র জীবনে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা-সাধনা করেছেন, আমরা যদি তাঁকে ভালোবাসার দাবি করি, তাহলে আমাদেরকেও তদ্রুপ চেষ্টা করে যেতে হবে।

এরপর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, **وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** অর্থাৎ, **তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো।** এ নির্দেশ লাভের পর মহানবী (সা.) সাফা পর্বতে আরোহণ করে নিজের গোত্র এবং আরবের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের লোকদের আহ্বান করেন। সকল গোত্রের লোকেরা একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী বলতে চাও? তিনি (সা.) বলেন, যদি আমি তোমাদেরকে বলি, পাহাড়ের ঐ পাশে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা কি আমার কথা

মানবে? এটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও তারা অকপটে এ কথা স্বীকার করে যে, আমরা আপনার কথা অবশ্যই মানব, কেননা আমরা আপনাকে সত্যবাদি হিসেবে পেয়েছি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। কাজেই, আমি তোমাদেরকে বলছি, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে সুরক্ষিত থাকতে চাও তাহলে আমাকে মান্য করো। এটি শুনে তারা হাসিবিদ্রুপ করতে থাকে এবং তীর্যক কথা বলতে বলতে সেখান থেকে চলে যায়। পরবর্তীতে তাঁর বিরোধিতা অনেকাংশে বেড়ে যায়, কিন্তু একত্ববাদ প্রচারের কাজে তাঁর চেষ্টাপ্রচেষ্টা থেমে থাকে নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যখন বিরোধিতা তীব্র হয়ে উঠে এবং মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.) মক্কার লোকদের কাছে আল্লাহ তা'লার এই বার্তা পৌঁছাতে শুরু করেন যে, এই বিশ্বের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। সমস্ত নবী একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজেদের স্বজাতিদেরও এই শিক্ষার দিকেই আহ্বান করতেন। অতএব, তোমরাও এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো। এই পাথরের মূর্তিগুলো পরিত্যাগ করো; এগুলো সম্পূর্ণ নিরর্থক। তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ্‌র তৌহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে তোমাদের চিন্তাধারা কলুষিত হয়েছে এবং অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে? তোমরা হালাল-হারামের পার্থক্য ভুলে গেছ। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পার না। নিজেদের মায়েদের অসম্মান করো। বোন ও কন্যাদের ওপর অত্যাচার করো এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার দাও না। স্ত্রীদের সাথে তোমাদের ব্যবহার উত্তম নয়। এতীমদের অধিকার হরণ করো এবং বিধবাদের সাথে খারাপ আচরণ করো। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হলো, প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য প্রদান করা। নারীদের সম্মান করো এবং তাদের অধিকার প্রদান করো। এতীমদের আল্লাহ্ তা'লার আমানত মনে করো এবং তাদের খোঁজখবর নেওয়াকে সর্বোচ্চ পুণ্যের কাজ মনে করো। বিধবাদের সাহায্য করো।

অতঃপর যখন মক্কার লোকদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ বাড়তে আরম্ভ করে, তখন একদিন মক্কার নেতারা একত্র হয়ে আবু তালিবের কাছে আসে এবং বলে, আপনি আমাদের নেতা। আপনার সম্মানের কারণেই আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে কিছু বলি না। এখন সময় এসেছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের। আপনি তাকে বুঝিয়ে বলুন, সে আমাদের কাছে কী চায়? যদি সে সম্মান বা ধন-সম্পদ অর্জন করতে চায়, তবে আমরা তা দিতে প্রস্তুত। যদি সে বিয়ে করতে চায়, মক্কার যে কোনো মেয়েকে সে পছন্দ করলে আমরা তাঁর সাথে তাকে বিয়ে দিতে প্রস্তুত। আমরা শুধু চাই, সে যেন আমাদের প্রতিমাগুলোকে দোষারোপ করা বন্ধ করে। যদি সে আমাদের প্রস্তাব না মানে, তবে দু'টির একটি হবে। হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে ত্যাগ করবেন, নয়তো জাতি আপনার নেতৃত্ব অস্বীকার করবে। আবু তালিব, মহানবী (সা.)-কে ডেকে তাদের কথা বললে তিনি (সা.) বলেন, **হে আমার চাচা! আমি আপনাকে বলি না যে, আপনি আপনার জাতিকে ছেড়ে আমাকে সঙ্গ দিন। কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কসম! যদি তারা সূর্যকে আমার ডান হাতে এবং চন্দ্রকে আমার বাম হাতে এনে দেয়, তবুও আমি আল্লাহ তা'লার একত্ববাদের প্রচার থেকে বিরত হবো না। আমি আমার কাজ চালিয়ে যাবো, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে মৃত্যু দান করেন।** এই আন্তরিক ও দৃঢ় উত্তর আবু তালিবের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তখন তিনি বলেন, হে আমার ভাতিজা! যাও, তোমার দায়িত্ব পালন করতে থাকো। জাতি আমাকে ত্যাগ করতে চাইলে করুক, আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করব না। পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আমাদের

কর্তব্য হলো, একত্ববাদের ঘোষণা অব্যাহত রাখা এবং এর পাশাপাশি নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার মধ্যেও সুস্পষ্ট পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)